



3456 - তারাবীর নামায শষে না হওয়া পরযন্ত ইমামরে অনুসরণ করা

প্রশ্ন

অগ্রগণ্য মতানুযায়ী তারাবী নামায যদি ১১ রাকাত হয়; কিন্তু আমি এক মসজিদে নামায পড়ছি সখনে ২১ রাকাত তারাবী পড়া হয়। এমতাবস্থায়, আমি কি ১০ রাকাত পড়ে মসজিদ ত্যাগ করতে পারি; নাকি আমার জন্য তাদের সাথে ২১ রাকাত নামায পড়াই উত্তম?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

উত্তম হচ্ছে ইমামরে সাথে সম্পূর্ণ নামায আদায় করা, যতক্ষণ না ইমাম নামায শষে করেন; এমনকি ইমাম যদি ২১ রাকাতের বেশি পড়েনে সক্ষেত্রেও। কেননা বেশি পড়া জায়যে আছে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীতে ব্যাপকতা রয়েছে। তিনি বলছেন, “যে ব্যক্তি ইমামরে সাথে কয়ামুল লাইল (রাতের নামায) আদায় করে যতক্ষণ না ইমাম নামায শষে করেন; আল্লাহ তার জন্য গোটো রাত নামায আদায় করার সওয়াব লপিবিদ্ধ করবেন।” [সুনানে নাসাঈ, ও অন্যান্য: নাসাঈর ‘রমযানের কয়াম অধ্যায়’] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীতে আরও এসছে, “রাতের নামায দুই রাকাত, দুই রাকাত। যদি তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা কর তাহলে এক রাকাত বতিরি নামায (বজেগেড় নামায) পড়ে নাও।” [সাতজন গ্রন্থাকার হাদিসটি বর্ণনা করছেন; আর এটি নাসাঈর ভাষ্য]

নিঃসন্দেহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত সুন্নাহ ধরে রাখাই উত্তম, অধিকি সওয়াবের সম্ভাবনাময়; নামায দীর্ঘ করা ও সুন্দর করার মাধ্যমে। কিন্তু, যদি ব্যাপারটি এমন হয় যে, রাকাত সংখ্যার কারণে হয়তো ইমামকে রেখে চলে যতে হবে কিংবা বাড়তি সংখ্যায় ইমামরে সাথে থাকতে হবে; সক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে পূর্ববোক্ত হাদিসগুলোর কারণে ইমামরে সাথে থাকা। তবে ইমামকে সুন্নাহ অনুসরণে তাগদি দিতে হবে।